[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় শত্রুতাকরে জমির ধান বিনষ্ট করার অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামে খালের ধারে বোরিং মাঠে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তিন বিঘা জমির বোরো মৌসুমের ইরিধান মই দিয়ে ও হাত দিয়ে উপড়ে ফেলে বিনষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে।

জমির মালিক কানাইডাঙ্গা গ্রামের পূর্বপাড়ার মৃত: ইলাহী মন্ডলের ছেলে হায়াত আলী জানান তিন বিঘা আমাদের শরিকানা জমি। আমি সহ আমাদের গোষ্ঠির লোকজনের কানাইডাঙ্গা ৩৬ নং মৌজার ২৯২ খতিয়ানে ২০১ ও ২৯৭ দাগে আমাদের পৈত্রিক সুত্রে তিন বিঘা জমি আমরা দীর্ঘবছর থেকে ভোগদখল করে চাষাবাদ করে আসছি। জমিটির সিএস,এস এ,আর এস সব রেকর্ড আমাদের নামে। গতকাল শুক্রবার রাতে কানাইডাঙ্গা গ্রামের হবি মোল্লার ছেলে সিদ্দিক ও করিম পালের ছেলে কামরুল মিলে আমাদের জমিতে অনাধিকার প্রবেশ করে পুরো ধান মই দিয়ে বিনষ্ট করেছে।

আজ শনিবার সকালে জমিতে গিয়ে দেখেন পুরো জমির ধান উপড়ে কাদায় পুঁতে ফেলেছে। এতে করে আমাদের প্রায় ৮০ হাজার টাকার মত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। দশ দিন আগে লাগানো ধান এভাবে ক্ষতি করায় তারা মাঠে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তারা বলেন সিদ্দিকদের সাথে দীর্ঘবছর ধরে আমাদের জমি নিয়ে মামলা চলে আসছে তাই তারা এ ক্ষতি সাধিত করেছে।

এ বিষয়ে জানতে কামরুলের সাথে কথা বললে তিনি জানান জমিটি নিয়ে মামলা চলছে। আমরা উভয়পক্ষ কয়েকবার মিলে থানাতেও বসেছি। তাও সমাধান আসেনি। তাই আমরা বলেছি জমির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জমিতে যাওয়া যাবেনা। তাদের ধান লাগাতেও বারন করি। তারা বারন না শুনে ধান লাগানোই আমরা গিয়ে ধান গাছ তুলে দিয়েছি। এ বিষয়ে হায়াত আলী গং বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে মামলার প্রস্ততি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, ঠান্ডু রহমান, সাবেক উপ প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, আলমডাঙ্গা থানার ওসি (ভারপ্রাপ্ত) শেখ গণি মিয়া, পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মকবুল হোসেন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি জয়নাল আবেদিন, নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার, আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আলমডাঙ্গা আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম ও শিক্ষক মহাসিন কামাল।

দামুড়হুদার সুবুলপুরে গৃহবধূর আত্ম*হ*ত্যা

দামুড়হুদা উপজেলার সুবুলপুর গ্রামে এক গৃহবধূ গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন । গৃহবধূ চাঁদনি খাতুন (২১) মেহেরপুর জেলার মোনাখালি গ্রামের বাবর আলির মেয়ে। চাঁদনির বাবার দাবি তার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে।

আজ শনিবার রাত ১টার দিকে তার স্বামীর বাড়িতে গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করে। পরে খবর পেয়ে সকাল ৯ টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গৃহবধুর লাশ উদ্ধার করেন।

জানাযায়, মেহেরপুর জেলার মোনাখালি গ্রামের বাবর আলির মেয়ে চাঁদনি খাতুনের সাথে প্রায় তিন বছর পৃর্বে দামুড়হুদা উপজেলার সুবুলপুর গ্রামের মোবারকের ছেলে আলামিনের সাথে বিবাহ হয়। পরে তার কোল জুড়ে একটি ফুটফুটে ছেলে সন্তান হয়। এই সন্তান হওয়ার পর থেকেই স্বামী শাশুর-শাশুড়ী সাথে মাঝে মাঝে কলহ্যর সৃষ্টি হয়। তারই জের ধরে স্বামীর নিজ ঘরে গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। এদিকে মেয়ের পরিবারের ধারণা তার মেয়েকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

মেয়র বাবা বাবর আলি বলেন,আমার মেয়েকে এখানে বিয়ে দেওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না জোর করেই মেয়ে তারা নিয়েছে। আর বিয়ের পর থেকে জামায় শাশুর ও শাশুড়ীর সাথে ঝগড়া লেগেই থাকে। আমার মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। আমার মেয়েকে তারা হত্যা করেছে। এর সুষ্ঠু বিচার চাই।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি তদন্ত শেখ মহাবুবুর রহমান সতত্য নিশ্চিত করে বলেন, একজন গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে শুনার পর আমরা ঘটনাস্থান থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গায় সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পযন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ চাষী আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বড়শলুয়া গ্রামে চিত্রা নদীর পাড় সংলগ্ন নিজ জমিতে অন্যন্য ফসলের সাথে দুইটি গাঁজা গাছসহ হাবিবুর রহমান ওরফে হাবুলকে (২৮) আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার বড়শলুয়া গ্রামের নজির ফকিরের ছেলে।

জানা যায়, শনিবার ৩ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায়

বড়শলুয়া চিত্রা নদীর ধারে হাবুলের নিজ জমিতে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তরতাজা অবৈধ মাদকদ্রব্য দুইটি গাঁজা গাছ উদ্ধার করে। সেই সাথে হাবিবুর রহমান হাবুল কে গ্রেফতার করে।গাঁজা গাছ দুইটির আনুমানিক বাজার মৃল্য ৪৪ হাজার টাকা। আগামীকাল তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হবে।

মেয়ের বিবাহবার্ষিকীতে স্বামী- স্ত্রীর মারামারি, অভিমানে পিতার আত্ন*হ*ত্যা

মেয়ের বিয়ের বিবাহ বার্ষিকীর কেক কাটাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর উপর অভিমান করে রায়হান উদ্দিন (৪৫) নামের এক ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জেহালা ইউনিয়নের গড়গড়ি ঘোষপাড়া নামক এলাকা।

এ ঘটনায় আজ শুক্রবার বিকেলে রায়হানের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেছে পুলিশ। নিহত রায়হান উদ্দিন গড়গড়ি ঘোষপাড়ার ইসলামের ছেলে।

পরিবারের সদস্যরা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে বড় মেয়ের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটার আয়োজন করে পরিবারের সদস্যরা। রাতে কেক কাটাকে কেন্দ্র করে রায়হান ও তার স্ত্রী সুলেখার মধ্যে তর্কবিতর্ক ও মারামারির ঘটনা ঘটে। সেই রাতেই স্ত্রী সুলেখা তার বাপের বাড়ি চলে যান। পরের দিন দুপুরে স্বামী আত্মহত্যা করেছেন শুনে আবার ওই রাতেই শ্বশুর বাড়ি চলে আসেন।

স্থানীয়রা জানান, রায়হান বিভিন্ন এনজিও এবং মানুষের কাছে টাকা নিয়ে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ নিয়ে প্রায় সময় তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হতো। একই কারণে আগেও যে কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা

চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, তিনি ঋণগ্রস্থ ছিলেন। এতে পারিবারিক কলহের জেরে তার স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যায়। এরই জের ধরে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন আসলে বিস্তারিত জানা যাবে এটা হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

দর্শনায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত পরোয়ানাভুক্ত আসামি রবিন মোল্লা ওরফে রবিউল ইসলামকে (৩৮) গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

সে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের হল্ট স্টেশন পাড়ার রহমান মোল্লার ছেলে।

আজ শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানা পুলিশ এ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান (পিপিএম-সেবা) জানান, দর্শনা থানার ওসি বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে এ এস আই বশির আহম্মেদ গোপন সংবাদের সঙ্গীয় ফোর্সসহ দর্শনা থানাধীন দক্ষিন চাঁদপুর হল্ট স্টেশন পাড়ার এলাকায় ছদ্মবেশ ধারণ করে অভিযান পরিচালনা করে। এসময় পুলিশ ঢাকা বিমান বন্দর থানার ৬৫(০৫)২০১৬ নাম্বার মামলায় বিজ্ঞ আদালতের ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ সালের রায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এবং ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত গ্রেফতারী পরোয়ানাভুক্ত আসামি রবিন মোল্লা রবিউল ইসলামকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

দর্শনা থানার ওসি বিপ্লব কুমার সাহা গ্রেফতারকৃত ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শুক্রবার দুপুরে তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর পশ্চিমপাড়া বাইপাশ সড়কে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিরা হলো, দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামের

রওশন আলি’র ছেলে মোঃ ফরহাদ হোসেন (২৮) এবং একই উপজেলার জয়রামপুর মাঠ পাড়ার মো: নজরুল ইসলাম নজু’র ছেলে আশিক (২০)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, আজ বিকালে উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামের রওশনালীর ছেলে ফরহাদ হোসেন একই উপজেলার ডুগডুগি বাজার থেকে নিজস্ব মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়ি কানাইডাঙ্গা যাওয়ার সময় লোকনাথপুর পশ্চিমপাড়া বাইপাস সড়কে পৌঁছালে অপর দিক থেকে আসা আর একটি মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ফলে ফরহাদ হোসেনের ডান পা ভেঙে যায় এবং অপর মোটরসাইকেল চালক আশিক গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন ও দর্শনা ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আহত ২ জনকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ফরহাদ হোসেনকে ভর্তি রাখেন। অপর মোটরসাইকেল চালক আশিককে উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন,কারো পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]